NOV. 1 8 2000

ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৬ ...

291

এসএসসি'র ফরম পূরণের টাকা নেই

সাতক্ষীরায় ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রী অসহায়

সুভাষ চৌধুরী, সাতক্ষীরা থেকে : বন্যাকবলিত জেলা সাতক্ষীরার এবারের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু প্রায় ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রী ফরম পূরণের টাকার অভাবে বিপাকে পড়েছে। জেলার ৬ লাখ বন্যা উপদ্রুত মানুষের বহু পরিবারের এসব ছাত্রছাত্রী ভয়াবহ বন্যায় তাদের বইপুস্তক, খাতাপত্রও হারিয়েছে। বিধ্বস্ত স্কুল, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক, অভিভাবক এবং বহু স্কুল-মাদ্রাসায় আশ্রয়শিবির স্থাপন- সবমিলিয়ে একটি এলোমেলো অবস্থার মধ্য দিয়েও এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে নির্বাচনী পরীক্ষা। আগামী ১৫ মার্চ যশোর বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষা হওয়ার কথা। একই সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দাখিল পরীক্ষাও।

জানা গেছে, জেলার মাধ্যমিক স্কুলগুলোর বেশিরভাগই এবারের বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এসব স্কুল-মাদ্রাসার সংখ্যা প্রায় দেড়শ। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে এবার এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১৫ হাজার। অতি সম্প্রতি আঘাত হানা বন্যায় পরীক্ষার্থীদের যাবতীয় বইপত্র বিনষ্ট হয়েছে। অপরদিকে তাদের পরিবারগুলোও হারিয়েছে সর্বস্ব।

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

সাতক্ষীরায় ১৫ হাজার

● প্রথম পাতার পর

বন্যাকবলিত প্রায় দুমাস যাবৎ বানভাসি পরিবারগুলোর অবস্থান ছিল আশ্রয় শিবির অথবা সড়ক, বাঁধে। এই সময়কালে ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়াও করতে পারেনি।

এদিকে প্রচলিত বিধান অনুযায়ী এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার্থীদের ফরমপূরণকালে বোর্ড নির্ধারিত ফিস কমপক্ষে ৫০০ টাকা ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য খাতে সবমিলিয়ে প্রায় ১০০০ টাকা প্রদান করতে হবে। আগামী ২০ নভেম্বরের মধ্যেই নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকাও বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে ডিসেম্বরের ১১ তারিখের মধ্যে ফরমপূরণ করে তাও বোর্ডে জমা দেওয়ার কথা।

বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা ছাড়াও অভিভাবকরা জানান, বহু ক্ষতির মধ্যেও ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বহু ছাত্রছাত্রী তাদের টিউশন ফিও দিতে পারেনি। এ অবস্থায় তাদের সবার ঘাড়ে রয়েছে এসএসসি ফিস প্রদানের বোঝা। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় নেতা মোঃ ইউনুস আলি জানান, ১৫ হাজার পরীক্ষার্থীর কমপক্ষে ৬০ শতাংশ নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। বন্যাক্লিষ্ট হয়েও তাদের নির্ধারিত ফিসও পরিশোধ করতে হবে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ তাদের ফিস মওকুফ করলেও বোর্ড নির্ধারিত ফিস বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করতে হবে। তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে সরকার ও দাতাগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। তার মতে, উত্তীর্ণ হওয়া ৯ হাজার সম্ভাব্য পরীক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন প্রায় ৯০ লাখ টাকা। এই টাকা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব। এ ব্যাপারে সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।